জয়ন্ত জয় চট্টোপাধ্যায়

সৃষ্টি সন্ধান

নাড়ুয়া বারোমন্দিরতলা, চন্দননগর, হুগলী ৭১২১৩৬
www.srishtisandhan.com

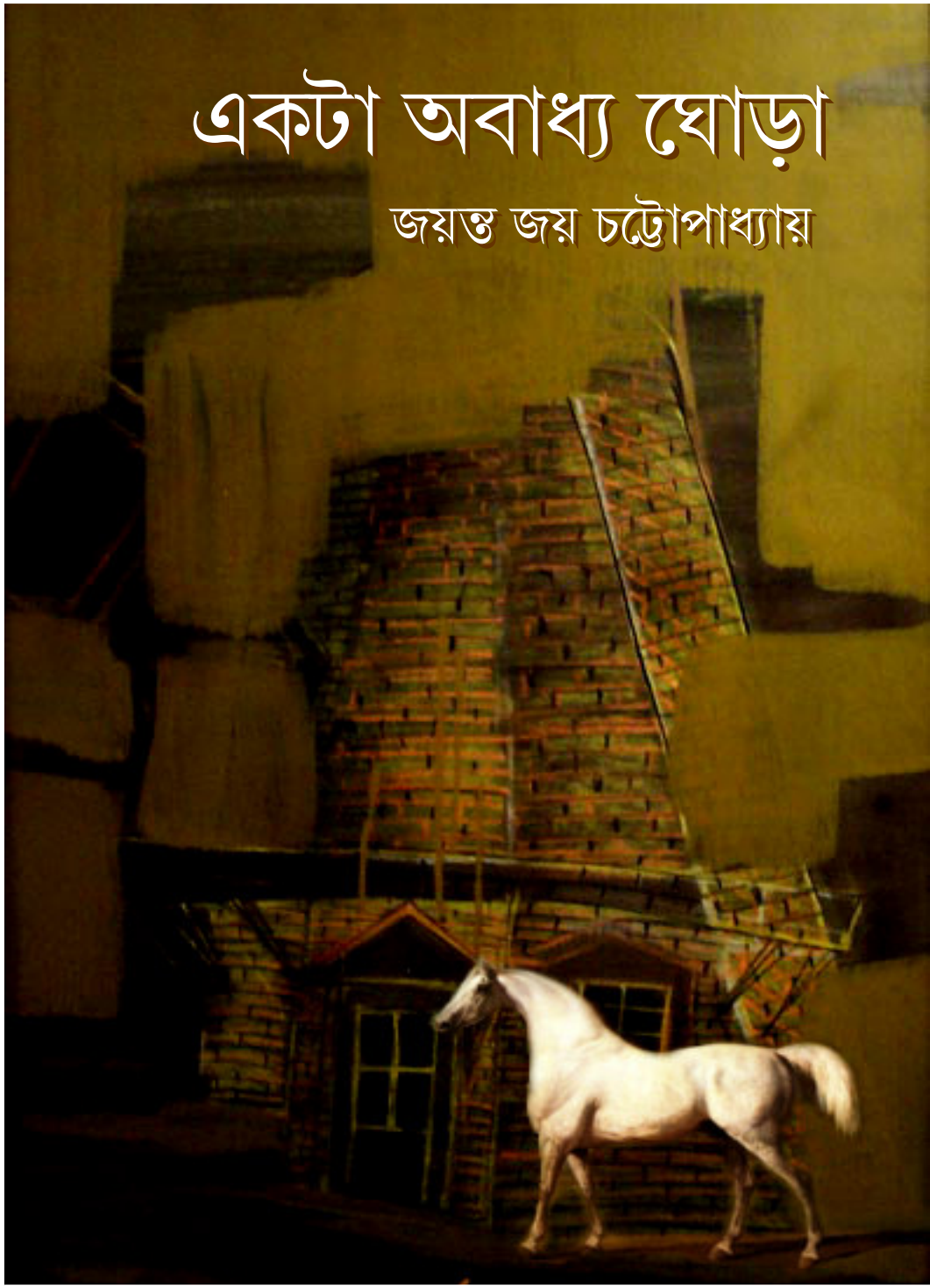

একটা অবাধ্য ঘোড়া

জয়ন্ত জয় চট্টোপাধ্যায়

অচ্ছুত

আমাদের গ্রাম, দখলে রেখেছি অঞ্চ ল
থানার পুলিশ ইশারায় চলে, রণবীর
তোরা ছোট জাত, মাথা হেঁট কর, জলদি
জ্বালাব বসত, খাক করে দেব বুড়বক

আমাদের ক্ষেত, আমাদের গম, বাজরা
আমরা ঠাকুর, আমাদের কুয়ো ছুঁবিনা
দুই ক্রোশ দূরে নদী থেকে জল নিয়ে আয়
ভুলে যাস কেন, হায় রাম, তোরা অচ্ছুত

তোদের মেয়েরা টানটান, শুধু, সুন্দর!

তোদের মেয়েরা মাখনের তাল, টাটকা

একটা অবাধ্য ঘোড়া

জয়ন্ত জয় চট্টোপাধ্যায়

একটা অবাধ্য ঘোড়া বৃত্ত ভাঙে, খেলার নিয়ম...
মধ্যরাতে তাল ঠোকে, মুখে ফেনা, কেশর ফোলায়

সৃষ্টি সন্ধান

www.srishtisandhan.com

প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ২০০৬

জয়ন্ত জয় চট্টোপাধ্যায়

সামগ্রীক পরিকল্পনা ও সহযোগিতায় সৃষ্টিসন্ধান

নাড়ুয়া বারোমন্দিরতলা, চন্দননগর, হুগলী ৭১২১৩৬

চলভাষ ঃ ৯৮৩০২ ৪৩৩১০

www.srishtisandhan.com

মূল্য ৫০ টাকা

সূচি

অচ্ছুত
মূক াভিনেতা
ভেরী
অস্ত্র
আয়ুধ
চিপকো
ঔপনিবেশিক
জোট
ট্র্যাক
কলোসিয়াম
স্নায়ু
আমার মেয়েকে নিয়ে
সময়
দেশ
জাগো
একটি স্বপ্নের কথা
ডিগ্রি
শহর
প্রবাহ
সমুদ্র
দায়বদ্ধ
যে সব মৃত্যুর কথা
মুখোশ
যুদ্ধ
কলম
ফ্রন্ট ঃ ১
ফাগ
পালক
সম্মোহিত প্রাণ
তুমি আমার
বৃষ্টিওলা
তোমার প্রেমিক
আশালতা
শ্রাবণ
বিরহ
যে পথে আলোর রেখা
পর্ব
বলছি না
বিষাদ
পর
উল্কি
ট্রয়
তাঁতিয়া
অর্ধেক
হাসিক্লাব
দারোগা
বাইক
শনিবার
কাউবয়
ঘর
চালক
চাঁদমারি
দাম্পত্য
সৈনিকের বউ
মেঘ
মায়া
শুভরাত্রি
সংযোগ
জলরঙ
কালিঝোরা
ফিদা
বন
ক্যাম্প
অজ্ঞাতবাস
ব্যাধ
মৃগয়া
কুয়াশা
ছবি
নির্জন
অভ্র
স্বপ্নের পাখি
গহন
জিপসী
বোধ
ঘোর
ক্রুবাদুর
চাবুক
শ্বাস
ভাষা
আমি চলে যাব
মোহিনী
জীবন সুন্দর
বৃষ্টির দিন
সিণ্ডারেলা
ম্যান্ডোলিন
কবি
সম্পাদক
দ্রোহী
হেমন্ত
বাড়িওলা
অরফ্যান হোম
অচিন
পথ

চিপকো

চিপকো, জড়িয়ে ধরো, প্রাণপণ, বাজাও বিষাণ
বানিয়া কুঠার নামে, মেধাহীন, দাঁড়াও সটান

যে মাটি ধারণ করে, আজীবন, প্রতিপালনে
ভেসে ছিল স্বতস্ফুর্ত মেঘে জলে, গহন বনের...

সেখানে চাকার ধুলো, অভিসন্ধি, তাঁর ও নিলাম
চিপকো, জড়িয়ে ধরো, জেগে ওঠো, আদিবাসী গ্রাম

ঔপনিবেশিক

খুব বড় নদী! ঢেউ, স্রোত, টান, ঘুর্ণি
কাছে জনপদ, কারা যেন ঘাটে নামলো
দূরে সরে যায় বেনেবাড়ি, বটবৃক্ষ...
নদী যে হঠাৎ বাঁক নিল, হই! সামলে

এদিকে অনেক চন্দনগাছ, দিব্য!
এলাকাটি বেশ! বজরা থামাও, মাল্লা
আমরা বণিক, এ তটে নামাও পণ্য
বেচাকেনা হোক, ক্রমে গড়ে নেবে কেল্লা....

মূক(ভিনেতা

মুকাভিনেতার কাছে বসে থাকি, শুনি তার কথা
কাদের আগুনে ঘর পুড়েছিল? গোলার ফসল.....
পীড়িত বোনের লাশ, কারা জিভ কেটেছিল তার!

বেদনায় বোবা চোখ, অপলক, অন্ধকারে জ্বলে

ভেরী

পিছনে ফুঁসছে ঢেউ, মাটি নেই আর
এই তবে অবকাশ ঘুরে দাঁড়াবার

কা'রা জমি কেড়ে নিল? মশাল, ঘাতক
পোড়া ঘরবাড়ি, লাশ, স্বজনের, শোক...

প্রতিরোধ, পাল্টা মার, এই তো সময়

চোখের বদলে চোখ, অন্য কিছু নয়

অস্ত্র

তোমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিল কারা?
মলিন ঘরের চাল, আসবাব পুড়ে গেল আর
তোমার বোনের লাশ ফুলে উঠছে শালের জঙ্গলে

থমথমে, শুনশান, ধোঁয়া ওঠা গ্রাম
সড়কে উড়ছে ধুলো, ফিরে যাচ্ছে পুলিশের জিপ
কারা এসে ঘিরে ধরে শাসালো আবার!

অস্ত্র তুমি রেখেছ কোথায়?

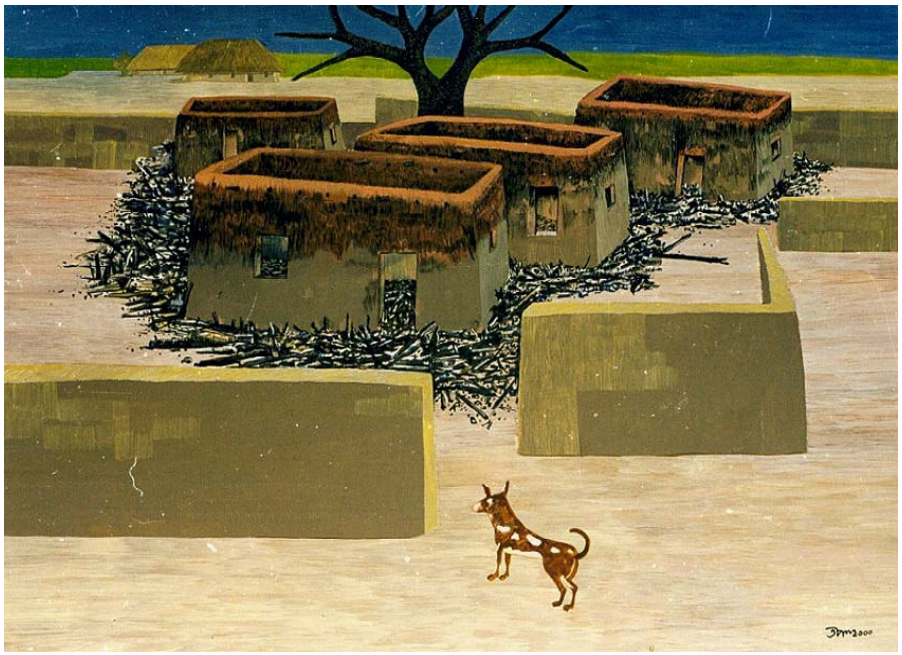

আয়ুধ

যা কিছু অস্পষ্ট দেখি কুয়াশায়, তার
অবয়ব স্বচ্ছ হবে জলের মতন একদিন...
এইসব অবসন্ন নিরুপায় শিশু ও কামিন
আনত শস্যের ঘ্রাণে জেগে উঠবে পাহাড়তলিতে

হ(তে ধরি, ভালবাসি, গান গাই, শুকাই বারুদ

কবিতা অপেরাধর্মী, আমাদের স্বপ্ন, প্রতিরোধ!

আমার মেয়েকে নিয়ে

উপকথা

যে সব গ্রাম হারিয়ে গেছে উপকথার বাঁকে
একরত্তি আমার মেয়ে তাদের ছবি আঁকে
রঙের বাটি উলটে গেল, ডাকছে না তার মা - কে।
ব্যথার দলা একটা পাখি, খুঁজব আমি তাকে...

অশ্রু

এইসব অচেনা সড়ক--
দাঙ্গার আগুন, ভয়, নামহীন লাশ
এই বধ্যভূমি হায় আমাদের ছিন্নভিন্ন দেশ।
দিকশূন্য একা পাখি বিদ্ধ, পাক খায়
আমার মেয়েকে নিয়ে আমি আজ দাঁড়াব কোথায়?

একট মোমের আলো

অন্ধকারে খসে পড়া তারা নিভে যায়
গুলিবিদ্ধ, মুখ গুঁজে পড়েছিল স্কুলের শিশুরা
আমার মেয়ের মতো খুব ছোট, নিষ্পাপ , নরম
ফিরবে না কোনদিন, রাত ডুবে যায় কুয়াশায়....
একাট মোমের আলো জেলে রাখি বোবা জানালায়

জোট

গাছ কাটবে না কোন আর

আগলে রেখেছি গাছ, সবুজ ব্রিগেড!
আমাকে ছেদন করো, আমাদের, আজ
অরণ্যের দায়ভার তোমাকে দেবো না
শহরে বানিয়া যাও, লুব্ধ ঠিকাদার ...

জরা, ক্ষয়, তবু দেখো ছায়ার বিস্তার!
যেমন মায়ের স্পর্শ, আশ্রয়, আকাশ...
আমরা বেঁধেছি জোট, বদ্ধপরিকার
গাছ কাটবে না, ফিরে যাও

ট্র্যাক

শিকারি চিতার মতো ঝুঁকে আছে, অপেক্ষায়, স্থির
রোদের মণি ছোট, দাহ, গ্রন্থিরস, পিচ্ছিল শরীর

একটি গুলির শব্দ, ভেঙে দেয় অবরোধ, ঝড়
কে যে পড়ে থাকে, তার মুখে রক্ত ! জামার নম্বর

বোঝাও গেল না, দেখো উত্তেজনা বাঁক নিল ফের
ঘোরাও লেন্সের দিশা, ট্র্যাক রাখো ফটোফিনিশের

কলোসিয়াম

মধ্যযুগে আমার বাঁ হাত
যারা কেটেছিল তারা দ্রোহবিনাশক
চকিতে মৃত্যুর রথে ওঠালো আমায়
বিধি বাম তবু আমি বলিনি ঈশ্বর

ভস্ম থেকে জেগেছি এখন,
মহল্লা ভেসেছে রক্তে, মশাল ঘাতক
ফিল্ম ভরে ঢুকে পড়ি বাঘের ডেরায়
জখম হাতেই লিখি, পাঠাই খবর

স্নায়ু

কেমন কৈশোর ছিল আমাদের? ছায়াছন্ন, আর
চকিতে বোমার শব্দ, লাগাতার, মেশিন চালনা...
নিমেষে নিস্তব্ধ পাড়া, কালো ভ্যান, শান্তিরক্ষকের
ধাতব শাসানি -- যান, হাত তুলে ঘরে চলে যান

কবরখানার ভাঙা দেয়ালের গায়ে রক্তদাগ
শ্বাসকষ্ট, বমি - ভাব, দূরে বোবা জলার পিশাচ

ডিগ্রি

কত ডিগ্রি বামদিকে ঘুরে গেলে থার্ডডিগ্রি হবে?
এসব ফালতু কথা, চলো খাই রেশমি কাবাব
উতল মেলার মাঠে শুনি সেই মগ্ন কবিদের
যাদের অক্ষরবৃত্ত কোনও দাঙ্গা রুখতে পারেনি

বিষণ্ণ জাহাজ ডাকে, অন্ধকারে, বন্দরের দিকে
ফ্লাইওভারের নীচে খেলা করে নিরন্ন বালক
এ বুড়ো শহর দেখো রূপচর্চা শিখেছে অনেক!
লালসার আলো জ্বলে, চোখ অন্ধ, অন্ধ হয়ে যায়

কোথায় কোথায় সেই নবীন চৈত্রের দিন, হায়!

কত ডিগ্রি ডানদিকে সরে যাচ্ছি, অগোচরে, প্রিয়ে.....

সময়

আমাদের যে সময় ভেসে গেছে কুয়াশার দিকে-
ডায়েরির ছেঁড়া পাতা, পুরানো কবিতা, প্রিয় স্বর
গোপন চোখের জল, ব্যর্থ প্রেম, ক্ষয়, অবসাদ
জরুরী বারুদ মাত্র, অন্ধকারে এঁকেছি আগুন!

এ জঙ্গল কোনদিন ফিরিয়ে দেবেনা আমাদের

গেলাসে তরল চাঁদ! জন্ম নিচ্ছে নতুন স্তবক....

দেশ

বলির বাজনা শুনি আর
দপ্ করে জ্বলে উঠে ফুৎকারে আলো নিভে যায়
মানুষের আর্তস্বর, ঘাতকের অস্ত্র ঝলসায়

এ দেশ আমার নয়, এই বধ্যভূমি, শূন্যতার....

জাগো

তোমাদের সেচহীন, অগ্নিগর্ভ বধ্যভূমি থেকে
তোমাদের অপুষ্টি অসুখ, জরা, যন্ত্রণার থেকে
তোমাদের অর্ধাহার, অনাহার, মৃত্যু, শোক থেকে
তোমাদের অসহায় অশ্রুজল, বোবা ভয় থেকে
তোমাদের অরণ্য, পাহাড়, শান্ত নদীরেখা থেকে
তোমাদের উষ্ণ চাঁদ, কুসুমের তীব্র কাল থেকে
তোমাদের সবুজের অন্ধকার হৃদশব্দ থেকে

একবার, নিষ্পলক, জাগো....

একটি স্বপ্নের কথা

এখনো বসন্ত আসে আমাদের মগ্ন ঝরোখায়
একটি স্বপ্নের কথা অতর্কিতে মনে পড়ে যায়---

দেয়ালে লিখেছে কারা অনাগত শিশুদের নাম!
কোণঠাসা মানুষের প্রতিরোধ, জেগে ওঠে গ্রাম

দীর্ঘ সফরের শেষে ঘিরে নেবে জটিল শহর
রাজপথে বোমা পড়ে, পাল্টা গুলি চলে, তারপর

ঘরের ভেতরে ঢুকে রাতভোর চিরুনি তল্লাশ
খালের ঘোলাটে জলে ভেসে গেল তরুণের লাশ

কখনো বসন্ত আসে আমাদের শূন্য ঝরোখায়
একটি স্বপ্নের কথা অগোচরে মনে পড়ে যায়...

যে সব মৃত্যুর কথা

যে সব মৃত্যুর কথা মনেও পড়ে না যেন আর!
যে সব রক্তের দাগ ধুয়ে যায় মেঘের বিষাণে
যে সব বন্ধুর স্বর ডুবে গেছে গাঢ় কুয়াশায়
তাদের কবর ছুঁয়ে বসে আছি, মোম গলছে, আলো

যে সব ঘৃণার কথা ভুলিনি ভুলিনি কোনওদিন
যে সব অসূয়া, হীন ছদ্মবেশী, আততায়ী মুখ....
যে সব চকিত শর বিদ্ধ করেছিল অগোচরে

তাদের ফেরাবো আজ, বোবা চাঁদ আমাদের জ্বালো

শহর

শুধুমাত্র একজন, আর - কেউ নয়
শুধু একজন বুকে উল্কি এঁকে লিখেছিল নাম
মনে নেই তবু সেই ছেলে তার আশেপাশে ঘুরে
জামা খুলে বুক পেতে অন্ধকারে শুয়ে আছে পথে

মেয়েটি উদাস, শান্ত আনমনে চলে যাচ্ছে, একা

শহর বিকারহীন, শূন্য চোখে মিশে গেল ভিড়ে

প্রবাহ

অসুখ অসুখ নয়, ঘাতকের নির্বিকার মুখ
আমরা নাছেড়ে তবু, এঁকে রাখি স্বপ্ন, ঘোর, গান!
আমাদের রঙ নেই, অন্ধকার লিখেছি আলোয়
অবসাদ, ক্ষয় ঠেলে ঘুরে ফের দাঁড়াই, সটান

অমাদের একদিন মৃত্যু হবে কুয়াশায়, হিমে
রেখে যাচ্ছি শূন্যপথ, একতারা, গাথা, বহমান.....

সমুদ্র

আমাকে সমুদ্র একবার
টেনে নিয়ে গিয়েছিল তার নোনা নাভির ভিতর
আমি তো দেখেছি মৃত্যু, শ্বাসরুদ্ধ, পলকে সেবার
শেষে এক শীর্ষঢেউ আমাকে ফিরিয়ে দিল কূলে

আমি সেই থেকে সব ভুলে
সীমানায় বসে আছি, সন্ধ্যা নামে, জাগে বাতিঘর....

দায়বদ্ধ

কত দগ্ধ বালিয়াড়ি, জলাভূমি, কুয়াশার বন
মায়াছবি, পিপাসার, দিকশূন্য, বিকার, দহন

ছিনিয়ে নিয়েছে মৃত্যু, আমাদের, বলো, কতবার!
যেমন সন্ত্রাস নামে, ধুলোঝড়, ঘূর্নি, অন্ধকার

দেহ ছিন্ন, ক্ষতস্রোত, ম্লান চোখ, তবু সমর্পণ
কারুবাসনার কাছে, আমাদের সামান্য জীবন....

ফাগ

।। এক ।।
তুই এক বইপোকা, তুই ভাল মেয়ে
ক্লাসরুমে দূরে বসি, দেখি তোকে চেয়ে
আমার খাতায় পদ্য, ভুল আকিবুঁকি
থমথমে মুখ তোর, সিরিয়াস খুকি

।। দুই ।।
ভাল লাগে শালবন, ভাল লাগে তোকে
ডুবে যায় কুয়াশায়, পাতা খসে শোকে
শনি - রবি ছুটিদিন, ভাবি তোর কথা
সোমবার দেখা হবে, ফের রূপকথা.....

।। তিন ।।
আমি জানি তোর নাম, কি নাম আমার ?
পাগল হৃদয় আজ ভাঙছে গ্রামার
কী যে হয় এত পড়ে ? রাজা হবে কেউ ?
র‍্যাডিসন্ ফোর্ট চল, ঢেউ ভাঙে, ঢেউ

।। চার ।।
বাইক উড়ন্ত ডানা, এলোমেলো চুল
তুই সিণ্ডারেলা, আমি মাতাল বকুল
শহর কুর্নিশ করে, তীব্র টানা শিস
বেপরোয়া কুড়ি আমি, তুই তো উনিশ.....

মুখোশ

জাদুঘরে দেখে আসি ধূসর মুখোশ
বহুকাল আগে মৃত মানুষের ব্যবহৃত আর
ধুলোমাখা, থমথমে, হিম, কদাকার

ছমছম করে, জামা ঘামে ভিজে যায়
গুঁড়ি মেরে ফিরে আসে বোবা ভয় শিশুবেলাকার

ঘুমের ভেতরে ছুটি, বনপথ, ঘন অন্ধকার
পিছনে মশাল জ্বলে, হাতে ধরা মুখোশ আমার....

যুদ্ধ

অপমৃত্যু এড়ানোর অন্য কোন উপায় ছিল না
অল্পস্বল্প লিখে - টিকে, ছেপে - টেপে, পড়িয়ে - টড়িয়ে
অশেষ প্রত্যয় হোল, আমাদের বিবর্ণ জীবনে
কাব্যরীতি, ভাষা, শব্দ ভেঙে, গড়ে, ভিন্ন উচ্চারণ

শীতের শহরে ভিড়, পণ্যমেলা, বিজ্ঞাপনহীন
নাছোড়, এসেছি ফিরে, অক্ষরের নতুন ব্রিগেড

কলম

সমস্ত কেড়েছো তুমি আর
জানো আমি নিরুপায়, বিপন্ন, অসাড়
দেয়ালে ঠেকেছে পিঠ, মনে হয় এই শূন্যতার
শেষ হবে একদিন, আলো খুঁজে নেবে অন্ধকার

দলে ভারী তুমি আজ, ফুটপাতে ঠেসে ধরে মারো

আবার লিখছি, দেখো, কলম কি কেড়ে নিতে পারো?

ফ্রন্ট ঃ ১

যে হাতে কবিতা লিখি, সেই হাতে ধরেছি বন্দুক
নতুন রিক্রুট, ক্লান্ত, অবসন্ন, তবু দিচ্ছি চিঠি
বলো কি সরল ছিল আমাদের জীবনযাপন!

যেখানে খুঁড়েছি ট্রেঞ্চ , তার থেকে কিছু দূরে, বাঁকে
নদীর নির্জন চর, বনভূমি, কারুকার্যময়
অন্ধকার গাঢ় হয়, ট্যাঙ্ক আসে, নির্মোহ, ঘাতক
আমরা সজাগ, শান্ত, টানটান, প্রতি - আক্রমণে....

পাশের ছেলেটা বিদ্ধ, মরে যাচ্ছে, জামার পকেটে
প্রেমিকার ফটোগ্রাফ, তুমিও কি ওদের মতন
ধূসর পাতার ঝড়ে ভেসে যাবে? স্মৃতিহীনতায়
আমি কি তুমুলভাবে বাঁচি দেখো! নিয়তিচালিত

পালক

যদি কোনোদিন মৃত্যু আসে
নক্ষত্রের দীপ অন্ধকার রাতের আকাশে
আমরা দুজন শান্ত, হাতে হাত, শুয়ে থাকবো ঘাসে

একটিা পালক শুধু ভেসে যাবে অনন্ত বাতাসে....

তুমি আমার

তুমি আমার বুকফেয়ার শেষের দিন
তুমি আমার অক্ষরের কার্নিভাল
একটা দিন একেকদিন এমন হয়
একটা দিন বিপর্যয় মনখারাপ

তুমি আমার হাজার লোকে মাত্র এক
তুমি আমার নয়নতারা পূর্বরাগ
তুমি আমার পুরনো লেখা বিস্মরণ
তুমি আমার সঙ্গোপন মুখ লুকাও

তুমি আমার ধরলে হাত উন্মোচন
তুমি আমার নতুন লেখা বিস্ফোরণ.....

সম্মোহিত প্রাণ

একা

যে যায়, ফেরে না
চলে যায় বহুদূরে
একা থাকে কেউ
রোদ্দুরে ঘুরে, পুড়ে
ছায়াঘেরা পথে থাকে
মেঘে লাগে মেঘ
কান্নার মতো আকুল
বৃষ্টি নামে।

সুর

অচেনা মেয়েটি গান গায়
বাঁধনি ওড়না তার সবুজে - কালোয়
খোলা আকাশের নিচে আশ্চর্য আলোয়!
আমি বিদ্ধ, উতলা, উজাড়---

পরী

এই পৃথিবী নদীর মতো দোলে
জলের টানে পাখিরা যায় কূলে
ডাকলে কেন আমায় তুমি ভুলে
চাঁদের থেকে নামলো শাদা পরী
তোমার সাথে সারা জীবন ঘুরি
শোকের থেকে আলোর দিকে উড়ি....

স্বপ্ন

আর তো চাইনা কিছু আমি
তুমি সঙ্গে থাকো বরাবর
গাথায় যেমন ছিল প্রেম অনশ্বর
জলছবি, আলোড়ন, বীজ, স্বপ্নভূমি।

বৃষ্টিওলা

আমাকে ডেকেছো তুমি, অকপট, যাবো---
লালমাটি, শালবন, দাউ দাউ জ্বলছে পলাশ!
খসা পাতা ধুলো মেখে উড়ে যাচ্ছে অসীমের দিকে

শুকনো কুয়োর পাশে ম্লান মুখে বসে আছো একা
তোমার নিকোনো ঘর পুড়ে যাচ্ছে রোদের লাভায়

আমি ঝড়, আমি মেঘ, ভেঙে পড়বো তোমার জীবনে!

বিরহ

পরোয়া করিনা আমি তার
কে হয় আমার, বলো, কে হয় আমার?
নির্জন সড়কে ফুল ঝরে বোবা গাছের ছায়ায়...

একরত্তি মেঘ কেন অতর্কিতে আমাকে কাঁদায়!

যে পথে আলোর রেখা

যে পথে আলোর রেখা মুছে গেল আর
যে পথে একটি তারা, ঘোর অন্ধকার
সেখানে নির্জনে একা এসেছি এখন
টি-টি পাখি ডেকে যায়, জেগে ওঠে বন

পাতার কোমল শব্দ! এইখানে দুজনে ছিলাম....

এত যে পেয়েছি আমি, কতটুকু তোমাকে দিলাম!

তোমার প্রেমিক

যে তোমার প্রেমে অন্ধ, শোকে মুহ্যমান
কাল তাকে গড়িয়াহাটায় দেখলাম --
তোমার সমস্ত কথা সে জানতে চায়

তার মুখে আলো পড়ে শেষবেলাকার
চা খাই দুজনে, তাকে ঈর্ষা করি, হায়
ঝমঝম মুছে গেল বেহালার ট্রাম

আশালতা

বহুদিন পরে দেখা একডালিয়ায়
আশাকরি ভালো আছো আশালতা রায়?
এ জগৎ মন্দ তাই ভালো থাকা দায় ---
বিষাদ তোমার চোখে, আমি নিরুপায়

তুমি ভালো নেই দেখে মন ভরে যায় !

শ্রাবণ

ডুবে গেছে ময়দান, কেল্লার কামান
দু'পায়ে আঁকড়ে ধরে জল ঝাড়ছে পাখি
একটা দোতলা বাস ভেসে গেল মেঘে
শহর ভিজছে একা ম্লান অন্ধকারে

তুমি পাশে বসে আছো, অন্যমনে, আর

তোমাকে লিখছি চিঠি, মনখারাপের.....

উল্কি

মেঘ নেই, বৃষ্টি নেই, খরার শহর
পার্ক স্ট্রিট ঘুরে আসি, আমি একা ব্ল্যাক স্করপিও
আমার ব্যারেলে মদ ঢেলে দাও, আরো মদ, প্রিয়

তোমাকে জাপটে ধরে চুমু খাবো জঙ্গলে আবার
মেঘের পরতে মেঘ গাঢ় মেঘ, হিম কুয়াশার
আমার দামাল বুকে নীল উল্কি তুমি এঁকে দিও

ট্রয়

ও ডিয়ার, এ বান্দাকে ফ্যাসাদে ফেলোনা
কিভাবে অফিস কেটে বাইপাসে উড়ে
চলে যাবে আইনক্স এলগিন রোড?
তোমাকে দেখাবো ট্রয়, প্রমিস, প্রমিস
যদি মিস্ হয় জানি কি হবে আমার
সারারাত যুদ্ধশেষে ভাব হবে, আর
তুমিতো হেলেন, আমি?
আমি-ই প্যারিস!

পর্ব

ফুরিয়ে গেল কথা
আমাকে দাও তোমার নীরবতা

কত যে দিন ছিল
মোহর থেকে ঠিকরে পড়া আলো!
তুমি তখন রাজকুমারী, আমি
পথের ছেলে, হিরের চেয়ে দামি
সময়, জমকালো!

এখন দেখো ঝড়ের কিছু পরে
অন্ধকারে ভেসে যাচ্ছে পাতা
কুয়াশাঘন ঘরে
তোমার চোখে আমার নীরবতা...

বলছি না

বলছি না
তেমন করে আমায় তুমি চমকে দাও
কেমন আমি থমকে যাই এক পলক
হামলে পড়ে আদর করি, লুঠতরাজ...

ঝগড়াঝাটি ভাল্লাগেনা, তুলকালাম
আবার তুমি চুম্বনেই চুমুক দাও
বলছি না, এসব কথা কাউকে আমি
বলছি না...

বিষাদ

চোখের জল আড়াল করে, হেসে
অসম্ভব জেনেও ভালবেসে
তোমার কাছে আমার ছুটে আসা

উদাস, তুমি ফিরিয়ে দিলে তা'কে
হারিয়ে গেল বনপথের বাঁকে
অন্ধকারে বিষাদ পেল ভাষা

পর

পর ভেবেছি যাকে
সে-ই আমাকে ঝড়ের থেকে
আড়াল করে রাখে!

অচেনা এক তারা
অন্ধকারে জ্বেলেছে দীপ
আমার অশ্রুধারা
দিগ্‌বিদিকে খুঁজে বেড়ায় তা'কে

পর ভেবেছি যাকে

শনিবার

তোমার বিষাদ বুঝি, তোমার উদাস...
আমি পচা, মন্দ লোক, তবু থেকে গেলে এতদিন।

কী আর করবে বলো, এ শহরে শীত এসে গেল

আজ শনিবার, তবে মোমো খাই, আইনক্স চলো....

কাউবয়

লাগেনা তেমন কিছু, মামুলি জিনিষ---
একটা বাদামী ঘোড়া, গুলিভরা দুখানা পিস্তল
দৌড় করাবোই তাকে, যে তোমাকে চমকায়, প্রিয়
কফি হাতে টিভি খুলে সেই শট দেখে নাও আর

ঘোড়ায় চড়াবো, ফের চুমু খাবো তোমাকে, আবার....

তাঁতিয়া

কোথায় দাঁড়িয়ে আছো প্রিয়া?
ফার্ন রোডে? আনন্দমেলায়
আমি সবে আইসস্কেটিং...
না না, প্লিজ, আরেকটু থাকো

কীভাবে তোমার কাছে যাবো বলো?
চতুর্দিকে তাঁতিয়া, তাঁতিয়া।

অর্ধেক

যে কথা বিনিকে বলি, বলিনা তোমাকে
যে কথা তোমাকে বলি, বিনিকে বলি না
বিনি তো অর্ধেক জানে, তুমিও অর্ধেক...
তোমাদের ভ্রম দেখে ফুর্তি হয় আর
দু পেগ ভদকা মেরে ব্যাপক ঘুমাই!

স্বপ্নে আধখানা দেখি তোমাকে, বিনিকে....

হাসিক্লাব

হাসিক্লাবে দেখি রোজ তোমার বাবাকে
দু'হাত ছড়িয়ে, তুলে এমন হাসেন
দশটা শালিখ ভয়ে উড়ে চলে যায়।

অথচ আমাকে দেখে গুম হয়ে যান
আমি কি চিরতাজল, নিমপাতা, তেতো!
প্রথমে এটাই হবে, পরোয়া করিনা

রামগড়ুরের মেয়ে হাসি মুখে থেকো

দারোগা

নেহাৎ ফেকলু নই বলে দিও তোমার বাবাকে
সে কেন আমাকে শুধু মাপে আর চোখে চোখে রাখে?

থানার দারোগা বলে থার্ড ডিগ্রি দেবে যাকে তাকে।

বাইক

কে তোমাকে হিরোহণ্ডা বাইকে চড়ায় ?
তুমি তাকে ধরে থাকো, যেন পড়ে যাবে!
আমি কি বুঝিনা কিছু? ভাবো ঘাস খাই

এসব হবে না সোনা, বলে দিও ওকে
বাইকের চাকা ফুটো করে দেবো আর
গলির ভেতরে টেনে ব্যাপক ক্যালাবো

বাইক কিনতে পারে আমার বাবাও.....

সৈনিকের বউ

সৈনিকের বউ শান্ত, কাঁদেনা কখনো
মরদ সীমান্তে গেছে, সামলায় ঘর
কত কাজ দিনভর! আক্ষেপ করেনা
কোলের শিশুটি ছোট, মা'র কাছে খায়

গ্রামের মুখিয়া শোনে বিবিধ ভারতী
মাঝেমধ্যে বুলেটিন, ফ্রন্টের খবর
ডাকপিওনের চিঠি, মাসে একবার
সোনালী গমের খেতে সূর্য ঢলে যায়.....

একদিন ট্রাক আসে, কফিনের হিম
পাড়ার সক্কলে ছোটে, শব্দ নেই কোনো!
হলুদ পাতার ঝড়, দীর্ঘ বিউগল
সৈনিকের বোবা বউ কাঁদেনি তখনো!

ঘর

আমাদের ঘর হ'ল, আমাদের স্বল্প পরিসর
যামিনী রায়ের ছবি, আসবাব, ঋজু, মায়াময়!
আমাকে জাগালে তুমি, কবি, বসি দীর্ঘ বারান্দায়
গাড়িগুলি বাঁক নেয়, ছুটে যায়, ওড়ে, সার্কুলার ...

নরম পাখিরা আসে, প্রজাপতি, হলুদ, সবুজ
ব্যাগপাইপের সুর, মনোরম, মিলিটারী ক্যাম্প
তোমাকে সেলাম করে, আমাদের নিভৃত ভুবন ....
ভালবাসা থেকে ঘর, অফুরান, গীতিকবিতার!

চালক

তোমাকে বেসেছে ভালো যারা, তারা বাসুক, বাসুক
বাস্তবিক সে বাবদ ক্ষয়ক্ষতি হবে না আমার

আমি তো দেখেছি ক্রোধ, বাঘিনীর ক্ষিপ্র বিচরণ
ওরা কি জেনেছে খেলা খেলা নয়, মৃত্যুর অধিক...

আমি তবু নিরুদ্বিগ্ন, বাঘিনীর নিজস্ব চালক!

চাঁদমারি

সে আমাকে চাঁদমারি করে রোজ আর
আমি বুক পেতে বলি দাগো, গোলন্দাজ
ঝট করে আলো চলে যায়....

আমি তার কাছে যাই, জ্বালি লাইটার
নিমেষে বিদ্যুৎ আসে, সে হাসে বাঘের মতো, তার

ট্রিগারে আঙুল, ফের আলো চলে যায়

দাম্পত্য

আমি তো অবাধ্য নই? আমি
তোমার নির্দেশে চলি, তোমার কথায় উঠি - নামি
তবু ক্ষোভ পুষে রাখে(, ফুঁসে ওঠো, অভিমানে, কেন?
তোমার লায়েক নই, জানি, শুধু এই কথা শোনো

যেখানেই যাই আমি তোমাকে কি দিতে পারি ফাঁকি?
তুমি তীরন্দাজ, আমি খসে পড়া পাখি....

সংযোগ

আমাদের বন্ধু ছিল মোহময় বনাবাস, নদী
কুয়াশায় ভেজা চাঁদ, অন্ধকার, আশ্চর্য সবুজ!
কখনো মেঘের তোড়ে বেজে উঠতো জানালার কাচ...
বৃষ্টিশেষে দুএকটা তারা খসতো মদের ফেনায়

রাতের প্রহর গুনে ফিরে যেত উদাস শম্বর
আমাদের নতস্বরে ভরে উঠতো স্তব্ধ বনপথ

নির্জনে তোমাকে দেখে জলরঙে আঁকতাম ঘর...

জলরঙ

বনের গভীরে শান্ত বাংলার নিচে তীব্র ঢেউ
নদীখাতে নেমে যাচ্ছে শিশুকন্যা, প্রেয়সী আমার
আমিও ক্যামেরা হাতে টানটান, বাঁকানো ধনুক
সবুজ সবুজ নয়, মারণাস্ত্র বশীকরণের --

আমাদের ধাওয়া করছে আবহমানের জল রঙ!

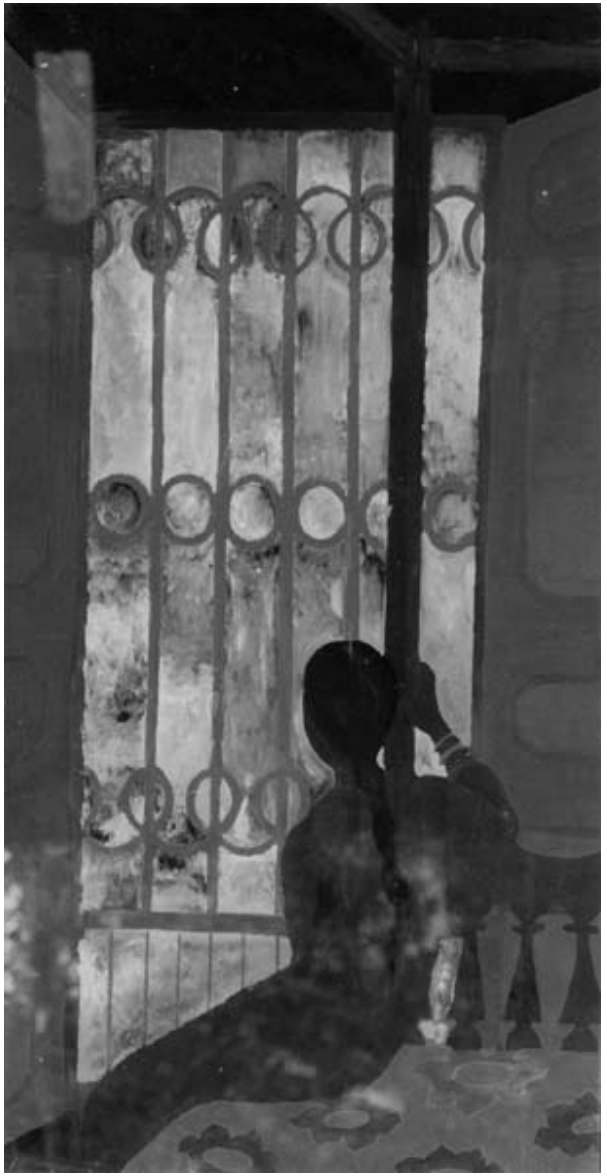

মেঘ

কিছু মেঘ উদাসীন, কিছু মেঘ আমার কারণে
তোমাকে উতলা করে উড়ে এল বনের গহনে

এখানে কটেজ, নদী মেঘাচ্ছন্ন, ধূসর পাহাড়
বাঁধনি ওড়না লাল ধুয়ে গেল সাদা সালোয়ার

কিছু মেঘ জলদস্যু, কিছু মেঘ আনত প্রেমিক
মেঘরঙে আঁকা গান আমাদের অমরত্ব দিক!

মায়া

তোমাকে তোমার ছায়া দেখাতেই ফিরে এল রোদ
বিজনে বসেছো একা, যেন সুর মনে পড়ে গেছে
এই তবে মায়া!
তোমার ইশারামাত্র অরণ্য, পাহাড়, নদী, মেঘ
আহত বাঘের মতো ফুঁসে ওঠে শান্ত এরিনায়
আমি কুটো, খড়
তোমার হাসির শব্দে বৃষ্টি উদাসী কটেজ
গাঢ় হ'ল ছায়া....

শুভরাত্রি

শুভরাত্রি বন্ধুগণ, চলে যাচ্ছি, বিদায়, এখন
আমাদের খেলাঘর অসমাপ্ত, ছায়াচ্ছন্ন, ফাঁকা...
কেমন উছল ছিল কবিতায়, কোরাসে ও মদে
গাঢ় নীল রঙে আঁকা, প্রাণপণ সকাল, সকাল!

বনের নিঝুম পথ, চাঁদ নেই, চলেছি অসীমে
জেনেছি নিয়তিক্রম, বন্ধুগণ, বিদায় এবার

বুলেট বিষণ্ণ শিস, অন্ধকার ভেদ করে আসে....

কালিঝোরা

ইশারায় ডেকে আনি তাকে
দেখাই জঙ্গল আর রোমকূপ খাড়া হয়ে যায়
সে নিচে নামছে সোজা, হরিণীর মতো, লঘু পায়ে
আমিও চলেছি সাথে, দেহরক্ষী, পথনির্দেশক

নদীর আকাশে মেঘ, বৃষ্টি নামে, সবুজ, কুহক ...

এখানে কি থেকে যাবো? এখানেই বসত আবার!

অজ্ঞাতবাস

মাদল বাজছে দূরে কোন এক আদিবাসী গ্রামে
একফালি চাঁদ জ্বলছে, হারালো মেঘের আড়ালে
নবীন শালের জঙ্গল ঘিরে বাতাসের গান
বালিভাসা বনবাংলোয় একা জেগে আছি আর
দেখছি নীরব অতল স্পর্শী, বোধের শ্রাবণ!

অজ্ঞাতবাস শুরু হল আজ এখানে আমার...

ব্যাধ

শিকার খেলছো তুমি, গোল চাঁদ, এই অন্ধকারে
আমিও তোমার সঙ্গী, ধক ধক, শ্বাপদের চোখ---
ঘামে ভিজে গেছে দেহ, আমাদের ক্ষিপ্র চলাচল
জঙ্গল জাগছে ক্রমে, অগোচরে, ব্যাধের প্রহর!
নদী ও পাথর ঠেলে ভেসে যাচ্ছি কুয়াশার হিমে

যোজনা করেছি অস্ত্র, এই খেলা অনিবার্য, ঘোর.....

ফিদা

জঙ্গলে সামান্য মদ পেটে পড়লে নেশা হয়ে যায়
মহুয়া ফুরিয়ে গেলে জল দেয় বজ্জাত সুবীর
কিছুই বুঝি না শুধু নড়া ধরে টেনে নেয় চাঁদ!

গান ও কবিতা জাগে, দূরে ডাকে কোটরা হরিণ
ফায়ার প্লেসের আঁচে কথা হয়, কনফেশনাল.....
কোয়না নদীর জলে পাতা খসে, পাতা ভেসে যায়

মদের বদলে জল রক্তে মিশে মদিরা আকর

জঙ্গলে সামান্য মদ চেখে আজ লাট খাচ্ছি, ফিদা!

অন

আবার এসেছি বনে, তীব্র ঘোর! বসে আছি আর
একটা হ্যাজাক জ্বলে, বারান্দায়, ছায়া, অন্ধকার
বাতাসে শ্বাপদগন্ধ, থেকে - থেকে কোটরার ডাক.....

আমার সামান্য আলো অসামান্য তোমাকে দিলাম
প্রেয়সী, আমাকে নাও, উষ্ণ চাঁদ সুরাপাত্রে ঢালো!

ক্যাম্প

টিলার ওপরে ঘর, নিচে নদী, অবগাহনের
বনপথে ট্রেক করে অভিজিৎ, আমি ও মিহির
শরীর রেখেছি মেলে, বারান্দায়, পশুর মত
মহুয়ার তীব্র ঝাঁঝ(লে লাভা, ঘোর, আমাদের গান!

একটি ঘুঘুর ডাক, পাতা ঘসে, অবচেতনের ....
সবুজ, উদাস, হিম, গুঁড়ি মেরে আসে অন্ধকার
ঘড়ি ভেসে যায় নদীজলে

মৃগয়া

চালিয়ে দেখেছি চাঁদ চলে
আমি চাঁদে ভর করে নদী, বন, টিলা পেরোলাম
মাথার ওপরে চাঁদ, নিচে থমথমে জলাশয়
রাতচরা পাখি ডাকে, সহস্র জোনাক নেভে, জ্বলে

নুনমাটি চেটে আসে, জল খায় কোটরার ঝাঁক
আমি নির্বিকার ব্যাধ, গুহাবাসী, আবহমানের

নিমেষে ধরেছি চাঁদ, ঘুরিয়ে ফেলেছি আলো জলে....

অভ্র

যে পথ নদীর দিকে চলে গেছে তার
দুধারে গাছের ছায়া, দীর্ঘ, মনোরম
মৃদু আলো, লালমাটি, টিলা, স্তব্ধ বন
একটি উদাস পাখি বসেছে খানিক ---

মেঘ ভেঙে আসে চাঁদ, রাত্রির শকট

অভ্রুকচি ! তারা খসে শরীরে আমার.....

স্বপ্নের পাখি

খানাখন্দে ভরা এ জীবন --
পাখির মসৃণ ডানা উড়ে যাচ্ছে দূরে, স্বপ্নদেশে
সেখানে আকাশমণি, শালবন, আদিবাসী গ্রাম!
সেখানে আমার বন্ধু, লালমাটি রাজ্যপাট যার

কোনদিন তার কাছে চলে যাবো বলে মনে হয় ...

খানা খন্দে ভরা এ জীবনে ভাসে পাখির পালক!

কুয়াশা

কুয়াশার সীমানায় আমাদের বাড়ি
কুশায়া অনন্ত পথ, মূক ভালোবাসা
কবে এসে ফিরে গেছে, বলি কুয়াশাকে
আমাকে বলে না কিছু, শুধু গ্রাস করে

ভরা চাঁদ, শালবন, বাড়ির আভাস
কখন বাদল নামে, অন্ধ ঝড়, শ্বাসরোধকারী...

ছবি

কুয়াশা সমস্ত জানে, শোক, তাপ, বেদনা আমার
রাত্রি অবচেতনের ঝরোখা খুলেছে, অন্ধকার
আমার বিষাদ অমি এঁকে রাখি তারার বিভায়

তুমি তো হলুদ পাখি! কোনোদিন ফিরবে না আর...

আমার সামান্য ছবি ডুবে যাচ্ছে স্তব্ধ কুয়াশায়!

নির্জন

খাড়াই সড়ক, থেমে গেল জিপ, ধকধক...
বনপথ ধরে উঠে এল রোখা রুকস্যাক -
এখানে অঢেল অজানা ফুলের সৌরভ!
বাংলোর নীচে ছিপছিপে নদী, হিলটপ

সারারাত জেগে বসে থাকি, শুনি মর্মর
হঠকারী চাঁদ টোকা মারে, টানে, ফুসলায়
পাতা খসে, পাতা উড়ে যায়, হিম, কুয়াশায়...
আমাদের কথা জানে শুধু একা নির্জন!

ক্রুবাদুর

তুমি পারিজাত, শরতের আলো, স্নিগ্ধ!
তোমাকেই ঘিরে উৎসব, তুমি উৎস....
কত যুবকের মোহ, ঘোর, শ্বাসকষ্ট
আমিও ছিলাম, নামহীন, অনুষঙ্গে

ধুসর শহর, সবুজের নয়, ভস্ম
মেখেছে শরীরে, ক্ষয়ে যায়, অবসন্ন
তবুও সাগর ঘন মেঘ আনে, বৃষ্টি!
আমি ক্রুবাদুর, তুমি গান, থাকো সঙ্গে

চাবুক

যে কোন চাবুক আমি টের পাই ঘুমের ভেতর
আমি মানে আমি নই, ক্ষতিচিহ্ন অবচেতনের...
বোবা মানুষের দ্রোহ তুলোখেতে, খনির দহনে

চাবুকের ফলা আমি, শীর্ষমেঘ জেগে উঠি গানে!

গহন

আমার ছিল মেঘলা আকাশ
মনখারাপের একটি নদী
হলুদ পাতার সঙ্গে ঘুরে
দিন ফুরোতো একলা, একার

সহজ একটি গানের মাঝে
লুকিয়ে ছিল কষ্ট আমার
স্বপ্নে পাওয়া গানটি নিয়ে
গহন, তোমার সঙ্গী হ'লাম!

জিপসী

রেখে যাচ্ছি সম্মোহন, হেমবর্ণ, মায়াস্বপ্ন, ঘোর!
আমরা পথিকমাত্র, আমাদের জিপসী জীবন---

শহর পেরিয়ে গ্রাম, বনভূমি, অন্ধকার, স্রোত

একটি উল্কার বশে আমাদের শ্বাস বহমান .....

বোধ

এইমাত্র পরম্পরা ভেঙে আমি আজ
খোলা আকাশের নিচে, অন্ধকারে, একলা এসেছি
ঝিকিয়ে উঠেছে চাঁদ নদীজলে, বোধের অতলে

পুরনো খাঁচার ত্রাস, ব্যর্থ লেখালেখি অবসাদ
থেকে আমি বহুদূরে জেগে আছি, বদ্ধপরিকর
অজানা তারার আলো আমাকে দেখালো ছায়াপথ

নিজেকে নির্ভার লাগে, পিছুটান নেই কোনো আর
আমার শরীরে গান, এ হৃদয় রক্তে ভেসে যায়....

ঘোর

একটা সামান্য নদী, নদীর ওপারে জেলখানা
জানালার শিক ধরে বসে থাকা একা বালকের
মগজে পাগলা ঘন্টি, নদীজলে গোলাকার চাঁদ

অবচেতনের মর্মে বিঁধে ছিল নক্ষত্র ঈষৎ...

জীবন সুন্দর

ফাটা ছাদ, জল পড়ছে, স্যাঁতসেতে ঘর
ইহুদি রক্তের দোষে সারাদিন ভাঙছি পাথর
শুকনো রুটির টুকরো, ঠাণ্ডা স্যুপ, এলানো শরীর

গরাদের ফাঁক দিয়ে(আলো আসে, শরতের চাঁদ
মনে পড়ে ধুধু মাঠে, শান্ত নদী, ছেলেবেলাকার...
আমাদের হাসি, গান, কলস্বর নিভে যাবে , হায়

অন্ধকারে, কুয়াশায় জেগে থাকি, শূন্য চরাচর

লুটিয়ে পড়ার আগে লিখে রাখি--- জীবন সুন্দর.....

শ্বাস

আমরা শরীর থেকে মুছে ফেলছি রক্তস্রোত, ক্ষত
বিগত জন্মের যত বোবা গল্প, অপমান, ত্রাস
বুনো ঘাস, অন্ধকার ঢেকেছিল আমাদের শব
কলরব থেকে গেলে বৃষ্টি নেমে কেঁদেছিল ক্ষোভে

কখন নক্ষত্র এসে, অবশেষে, জাগালো আবার।
আলোর অতল থেকে আলো মেখে রক্তকণিকার
চোরাটানে, শব্দ ছেনে, অশরীর লিখছি কবিতা

লেখায় শ্বাসের ঘ্রাণ, ভালবাসা, জলরং, গান

কবি

যা লিখি পলকা, লেখা, অন্ধকারে উড়ে যায় সব
তোমার বাড়িতে বলো কারা আসে? আলো, কলরব....

কবিতা যথেষ্ট নয়, ডাণ্ডা হাতে বেরোচ্ছে কেশব

সম্পাদক

তুমি সম্পাদক, আমি ভজহরি পাল
মৃদু হেসে লেখা নাও, ফেলে দেবে কাল
ফাঁকা পোষ্টবক্স আর রাতভর উথালপাথাল....
তবু আমি লিখে যাবো, শোনো মহাকাল

বৃষ্টির দিন

তোমাদের দেশে ফসলের ক্ষেত বলিরেখাময়
বহুকাল ধরে বাতাসে জলের আভাস মেলেনি
শিশুরা খেলে না, রঙবেরঙের প্রজাপতি নেই
ধুঁকছে শহর, সুর্য প্রখর বর্শার ফলা!

তোমাকে সেদিন দেখেছি উদাস, জানালায়, একা
আমাকে ভেবেছো ভবঘুরে ছেলে, চালচুলোহীন.....

মনে করো আমি ভিনদেশী এক নবীন রাখাল

কোঁচড়ে এনেছি বেপরোয়া মেঘ, বৃষ্টির দিন!

সিণ্ডারেলা

বর্ষার পরে মেঘ ভেদ করে সূর্য
কাচের স্লিপার, চোখে ঘোর লাগে, অভ্র!
ভাবি কার পায়ে ছিল এই মোহ! রম্য...
ফেলে চলে গেছে, অভিমানে, আমি বিদ্ধ

মুখে ফেনা তুলে ছুটেছে আমার অশ্ব
নিঝুম সবুজ বন - পর্বত পেরিয়ে
বেগবান স্রোত, তুমুল কুসুমগন্ধ!
কুয়াশায় ঘেরা ছোট ছোট গ্রাম, দূর্গ

আমি যুবরাজ, হারালো কোথায় প্রেয়সী!
আবার শ্রাবণ, কার স্লিপার ভিজছে....

ম্যান্ডোলিন

যে চেনে তোমার সঙ্কেত তাকে অন্ধ করে দাও
চলে যাও অন্য দেশে ভেসে যাক তোমার সাম্পান
সে একা নির্জনে সুর আঁকবে তোমার জন্য আর
গ্যাসের আলোর নীচে, কুয়াশায়, ভীরু ম্যান্ডোলিন..

পুরুষ চলেছে তার রমণীর সাথে, উৎসব
জেগে ওঠে পানশালা, কোলাহল, বন্দরের রাত
মনে কি রেখেছ তাই? তুমি যার লুপ্ত বাতিঘর।

গ্যাসের আলোর শিখা ডুবে যায় বোবা কুয়াশায়....

দ্রোহী

জিতেছি সে'বার আর সারারাত মদের ফোয়ারা
হাসি, গান, শিস, ফুর্তি, মগজে সেঁধিয়ে গেল চাঁদ

হেরে গেছি আজ আর সারারাত শান্ত আছি মদে
আহত বন্ধুর পাশে বসে দেখছি, তারা খসছে, আলো!

রক্তের ভেতরে মদ ছলকে উঠছে, উল্লাসে, বিষাদে....

অচিন

আমাদের খাঁচা বড় নয়, ছোট বৃত্ত
দ্বিধা ও বিষাদ ভুলে থাকি সুখে, উর্দি
ঝকঝকে! হেঁকে বলি আমাদের কেল্লা
গড়েছি অনেক কৌশলে, কূট অঙ্কে

আমাদের হায় ডানা নেই, গতি রুদ্ধ
জানা নেই পথ কোনদিকে যায়, রম্য!
আকাশ, পৃথিবী, সবুজ, উদাস, শূন্য....

গভীরে অচিন পাখির পালক, স্বপ্নে!

হেমন্ত

কি হবে কবিতা লিখে, বলে তুমি ধরাও ফাইল
নথির ভিতর ধুলো, নথির ভিতর মৃত স্বর
পোকা খোঁজো, পোকা বাছো, পোকাজন্ম আমাকে শেখাও
ফাইল চালাই দ্রুত, কোনক্রমে বাঁচাই চেয়ার.....

আমার ঝরোখা ছুঁয়ে হেমন্ত কখন চলে যায়!

বাড়িওলা

হারমোনিয়াম ঠেলে, বাড়িওলা
রোজ রাতে রবিঠাকুরের গান গায়!

দূরের নক্ষত্র কাঁপে, ছ'মাস কিরায়া বাকি

আমার দু'চোখ ভেসে যায় ....

অরফ্যান হোম

অরফ্যান হোম থেকে আমরাও দেখছি জীবন ---
একটি নেহাত শিশু মা - বাবার সঙ্গে হেঁটে যায়
টলমল করে আমার হাতে তার হলুদ বেলুন
দিগন্তে মায়াবী আলো, কলরোল, আজ কার্নিভাল!
বাতাসে পিৎজার গন্ধ, চেটেপুটে চেখেছি সে ঘ্রাণ
আমরা বাজাই ফাটা এনামেল, প্রাণপণ, গান....

শহরের এক কোণে আমাদের দীনহীন চার্চ
পিয়ানোর নত সুর, সাদা মোম জ্বলে, ক্ষয়ে যায়
মেরিকে ডাকছি, মাগো, জন্ম দাও, আরও একবার

মা - বাবার হাসিমুখ, পিৎজা আর হলুদ বেলুন!

পথ

কত ঘোড়া থাকে আস্তাবলে
কথা শোনে, ঠুলি পরে, পরিমিত দানাপানি খায়
চাবুক সজাগ রাখে, সহিসের মৃদু ইশারায়
চেনা ছকে ঘুরে আসে ভিক্টোরিয়া, চিড়িয়াখানায়

একটা অবাধ্য ঘোড়া বৃত্ত ভাঙে, খেলার নিয়ম...
মধ্যরাতে তাল ঠোকে, মুখে ফেনা, কেশর ফোলায়

মশাল জ্বেলেছে চাঁদ, পথ জাগে, নুড়ি চমকায়!
গ্যালপের শব্দ শোনা যায়....